ভিন রাজ্যে থেকেও বন্যাদুর্গতদের পাশে বুদ্ধদেব

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরশুড়া ঃ ভিন রাজ্যে থেকেও নিজের এলাকার বন্যাদুর্গত মানুষদের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন হুগলির আরামবাগের হরিণখোলার বাসিন্দা বুদ্ধদেব নায়েক। তিনি পুরশুড়ার বানভাসীদের জন্য ত্রাণ ও ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করলেন। বুদ্ধদেব বর্তমানে অন্ধ্রপ্রদেশের গোদাবরী জেলার তানাকু শহরে কর্মরত। বন্যার সময় প্রতিটি মুহূর্তের খবর তিনি স্যোসাল মিডিয়ার মাধ্যমে পেয়ে যাচ্ছিলেন এবং কাজের ফাঁকে টিভির পর্দায় চোখ রেখে দামোদরের জল কতটা বাড়ল বা মুন্ডেশ্বরী নদীর অবস্থা কেমন তাও দেখে নিচ্ছিলেন। পরে যখন মোবাইলে ছবি দেখে জানতে পারলেন নদীর বাঁধ ভেঙে প্রবল স্রোতে ভাসছে পুরশুড়াসহ আরামবাগ মহকুমার বিস্তীর্ণ এলাকা তখন বুদ্ধদেব আর নিজেকে স্থির রাখতে পারেননি। ২৯ বছরের বুদ্ধদেবের মনটা কেঁদে উঠেছিল গ্রামের মানুষদের জন্য, দুর্গত পরিবারগুলির জন্য। পরে তিনি জানতে পারেন বন্যায় বহু মানুষের বসতবাড়ি, চাষের খেত জলের তলায় চলে গেছে। বহু মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন রাস্তার ধারে। গরিব মানুষগুলো কিভাবে দিন কাটাচ্ছেন তা স্যোসাল মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পেরে তাঁর মন কেঁদে উঠেছিল। পুরশুড়া এলাকার বানভাসীদের জন্য তাই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন পেশায় ব্যবসায়ী বুদ্ধদেব। এমন একটা পরিস্থিতিতে কিভাবে সাহায্য করা যায় তা নিয়ে সরাসরি তিনি হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে যোগাযোগ করেন তাঁর স্কুলের দুই পুরানো বন্ধু কমলেন্দু পোড়েল ও প্রলয় সরকারের সঙ্গে। আর এপাড় থেকে বন্ধুদের আশ্বাসে মিলে যায় বুদ্ধদেবের ভরসা। পুরশুড়া এলাকার বন্যাদুর্গতদের জন্য বন্ধুদের অ্যাকাউন্টে তিনি পাঠিয়ে দেন ২০ হাজার টাকা। আর এর পরেই পুরশুড়ার দেউলপাড়াসহ শ্রীরামপুর এলাকার বন্যাদুর্গত মানুষদের জন্য ত্রাণ শিবির খুলে খাওয়ানো হল খিচুরি। এছাড়াও বিনা ব্যয়ে তাঁদের চিকিৎসাসহ ওষুধও দেওয়া হল। দেখা গেল বাচ্চা কোলে নিয়ে এলাকার বহু মানুষ এই পরিষেবা গ্রহণ করেন। ঠিক কিভাবে এমন উদ্যোগ এলো জানতে চাওয়ায় বুদ্ধদেব বলেন, আসলে যখন আমাদের রাজ্যের একটা জায়গা বিশেষ করে পুরশুড়া, খানাকুল বন্যাকবলিত হয়ে পড়েছে, মানুষ ঘর ছেড়ে রাস্তায় আশ্রয় নিয়েছেন এমন দেখে মন স্থির ছিল না। অন্ধ্রপ্রদেশের তানাকুতে বসে তখনই মনে হয়ে ছিল ওই এলাকার মানুষগুলোর পাশে দাঁড়াব। এমনিতে বুদ্ধদেব গরিব চাষী পরিবারের ছেলে। একসময় বড়ই অভাবের মধ্যে সংসার খরচ জোগাতেই এ রাজ্য ছেড়ে অন্ধ্রপ্রদেশে কাজে চলে যান। পরিবার পরিজন ও এলাকাবাসীর চেহারা ভেসে উঠছিল বন্যার ছবি দেখে। ভিন রাজ্যে থেকেও এখানকার ত্রাণ শিবিরে এমন একটা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ায় খুশি বন্যাদুর্গত মানুষজন।

বাসন্তী কুঁতি, উত্তম বাইরি, বরুণ পোল্দেরা বলেন, যিনি এমন সাহায্য করেছেন তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করব না। তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। শুধু আমরা নয়, এলাকার সমস্ত মানুষই খুশি। এদিন তাঁরই সহায়তায় প্রায় ৮০০ মানুষ খাবার ও চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেন।

খানাকুলে ১৬টি ফেরিঘাটের ডাক

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ শুক্রবার হুগলির খানাকুল ১ ব্লক এলাকার ১৬টি ফেরিঘাটের ইজারা নেওয়ার জন্য ডাকের আয়োজন করা হয়েছিল খানাকুল ১ ব্লকের পক্ষ থেকে। ঘটনার জেরে, খানাকুল ১ ব্লক এলাকার কয়েকশো মানুষ এদিন সকাল থেকেই খানাকুল ১ ব্লক অফিসের সামনে জড়ো হয়েছিলেন। এদিন দুপুর ১টা থেকে ফেরিঘাটের ডাক শুরু করা হয়, যা চলে বিকাল পর্যন্ত। খানাকুল ১ ব্লক সূত্রে খবর, এদিন ব্লক এলাকার ময়াল বন্দিপুর ফেরিঘাট, জগন্নাথপুর ফেরিঘাট, বালীপুর উদনা ফেরিঘাট, কুড়কুড়ি ফেরিঘাট, শাসমল ফেরিঘাট, বেনেজলা ফেরিঘাট, দুর্গাপুর ফেরিঘাট, ছাত্রশাল ফেরিঘাট, তালিত ফেরিঘাট, কুলাট ফেরিঘাট, জগন্নাথপুর ফেরিঘাট, বালিপুর উদনা ফেরিঘাট, কুড়কুড়ি ফেরিঘাট, জোগিকুণ্ডু ফেরিঘাট, রঘুনাথপুর ফেরিঘাট, ঘাসুয়া ফেরিঘাট এবং পশ্চিম ঠাকুরানীচক ফেরিঘাটের নিলমের ডাক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিন ফেরিঘাটের ডাকে উপস্থিত ছিলেন খানাকুল ১ বিডিও অমর বিশ্বাস, খানাকুল ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাজিয়া বেগমসহ ব্লকের অন্যান্য পদাধিকারী কর্তারা। উল্লেখ্য, খানাকুল এলাকার ফেরিঘাটগুলির ইজারা পাওয়া নিয়ে স্থানীয় এলাকার মানুষদের মধ্যে প্রায়শই ঝামেলা, বিবাদ লেগে থাকে বলে খবর। আর বেশকিছু জায়গায় এর পিছনে স্থানীয় শাসকদলের নেতাদের ইন্ধনের জেরে পরিস্থিতি মধ্যে মধ্যে বেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এবারেও বালিপুর উদনা ফেরিঘাট, কুড়কুড়ি ফেরিঘাটসহ বেশ কয়েকটি ফেরিঘাটের ইজারা নেওয়াকে কেন্দ্র করে স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের মধ্যে ঝামেলার খবর পাওয়া গেছে। এর জেরে এদিন ব্লক অফিসেও ডাকের সময় ঝমেলা, গণ্ডগোল হওয়ার আশঙ্কা ছিল বলে বলে এলাকাসূত্রে জানা গেছে। আর তার জেরে আগাম ব্যবস্থা হিসাবে খানাকুল পুলিশ ও র‍্যাফ এর জওয়ানদের এদিন ব্লক অফিস চত্বরে টহল দিতে লক্ষ্য করা গেছে। যদিও খানাকুল ১ ব্লকের এই আগাম ব্যবস্থার জেরে এদিন বিকাল পর্যন্ত কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটার খবর পাওয়া যায়নি বলে জানা গেছে। তবে ফেরিঘাটের ডাককে কেন্দ্র করে আগামী দিনে শাসকদলের গোষ্ঠীকোন্দল মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চলেছে বলে খানাকুলের বাসিন্দাদের দাবি।

‘কন্যাশ্রী’ ঃ শ্রেষ্ঠ ব্লক গোঘাট-১

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প ‘কন্যাশ্রী’ এখন বাংলার প্রকল্প নয়। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ প্রকল্পে পরিণত হয়েছে। এই প্রকল্পকে সফলভাবে রূপায়ণের জন্য হুগলি জেলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্লক হিসাবে স্বীকৃত পেল গোঘাট ১নং ব্লক। এই শ্রেষ্ঠত্বের বিশ্লেষণ করেন চণ্ডীতলা পঞ্চায়েত সমিতি। গোঘাট ১নং বিডিও অসিতবরণ ঘোষ জানালেন, মুখ্যমন্ত্রীর এই অনিন্দ্যসুন্দর প্রকল্পটি আমরা সঠিকভাবে রূপায়ণ করার চেষ্টা করেছি। আর তাতে সফলতা লাভ করেছি। এই শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার গোঘাট ১নং ব্লকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করেছে।

তারকেশ্বরে বাবা তারকনাথের মন্দিরে পুজো দিলেন চন্দননগর কমিশনারেট পীযূষ পান্ডে

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ হুগলির চন্দননগর কমিশনারেট গঠনের পর প্রথম কমিশনারের দায়িত্ব নেন পীযূষ পান্ডে। শুক্রবার তিনি তারকেশ্বরের বাবা তারকনাথ মন্দির দর্শনে আসেন। এদিন তিনি বাবা তারকনাথের কাছে পুজোও দিয়ে যান। বেলা ১১টা নাগাদ পুলিশি ঘেরাটোপের মধ্যে দিয়ে তিনি রাজবাড়ি মাঠে পৌঁছান। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে মন্দিরে পৌঁছান। দুধ পুকুরের জল মাথায় দিয়ে বাবা তারকনাথের দর্শন করেন। পরে কালীমন্দির ও নারায়ণ মন্দির দর্শনও করেন। সঙ্গে ছিলেন তারকেশ্বর থানার ওসি অমিত মিত্রসহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

লকআপ থেকে পালাল বন্দি, ৭ ঘন্টা পর আবার গ্রেফতার

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ হুগলির চন্দননগর থানার লকআপ থেকে পালিয়ে গেল বন্দি। নাম জাভেদ ওরফে ম্যাগি। চুরির অভিযোগে ৯ আগস্ট রাতে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। আদালতের নির্দেশে পুলিশ হেফাজতে ছিল সে। শুক্রবার সকালে বাথরুম যাওয়ার সময় সেন্ট্রিকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায় সে। বন্দির খোঁজে তল্লাশি শুরু করে চন্দননগর থানার পুলিশ। এর প্রায় ৭ ঘন্টা পর পুলিশ তাকে পুনরায় স্থানীয় উর্দিবাজার এলাকা থেকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়।

শিশুদের মনোরঞ্জনে চন্দননগরে নতুন উদ্যান

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ সম্প্রতি চন্দননগরের ৪নং ওয়ার্ডের গোস্বামী ঘাটের গঙ্গার সংলগ্ন এলাকায় প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা খরচে তৈরি হয়েছে শিশুদের মনোরঞ্জন করবার জন্য শিশুউদ্যান, যা চন্দননগরের বুকে নজিরবিহীন। ঐ এলাকার বাসিন্দারা দাবি করেছেন বলেই এই শিশু উদ্যানটি তৈরি করতে উদ্যোগ নেন চন্দননগর পৌরনিগমের ৪নং ওয়ার্ডের জনপ্রতিনিধি তথা পৌরনিগমের এম. আই. সি অনিমেষ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রসঙ্গে চন্দননগরে পৌরনিগমের এম.আই.সি অনিমেষ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, চন্দননগরের বহু মানুষ এবং এলাকার বাসিন্দারা পৌরনিগমের কাছে দাবি করেছিলেন ঐ গঙ্গার ঘাটটিকে সংরক্ষণ করবার জন্য। সেই মত পৌরনিগমের বোডে বৈঠক হয়। এরপর ঘাটের সংরক্ষণ করতে উদ্যোগ নেন পৌরসভার মেয়র রাম চক্রবর্তী ও এম.আই.সি অনিমেষ বন্দ্যোপাধ্যায়। উল্লেখ্য, এলাকার এক প্রবীণ বাসিন্দা রামপাল শেঠ জানান, এখানে আজ থেকে প্রায় ২০ বছর আগে বাম আমলের পৌরনিগমের মেয়রকে একাধিক বার কাউন্সিলকে বলে কোন সুফল পাওয়া যায়নি। নতুন কাউন্সিলরকে বলে তার উদ্যোগে নতুন শিশুউদ্যানটি হবার পর খুশি এলাকার বাসিন্দারা। অন্যদিকে ঐ ওয়ার্ডের বাসিন্দা তথা বাম নেতা অরুণ মুখোপাধ্যায় জানান, আজ যেখানে শিশু উদ্যানটি গড়ে উঠেছে, সেখানে এক সময় জেলার ও জেলার বাহিরের দুষ্কৃতিদের আড্ডা দিতে দেখা যেত। এছাড়াও মদের আসর বসত। এখন সেখানে শিশুউদ্যান হয়ে আমাদের ভালো লাগছে। আমাদের আমলে যা করতে পারিনি তা এই আমলে হয়েছে। পৌরনিগমের মেয়র রাম চক্রবর্তী জানান, মা-মাটি মানুষ বা তৃণমুলের বোড গঠনের পর চন্দননগরের উন্নয়ন বোর্ডের দ্বারা হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে চন্দননগরের ওয়ার্ডের সৌন্দর্যায়ন থেকে শিশুউদ্যান।

বিভিন্ন রাস্তায় আলোকসজ্জা তার মধ্যেই রয়েছে শিশুদের মনোরঞ্জনের উদ্যানগুলি। তবে ৪নং ওয়ার্ডের নতুন যে কাজটি করা হল তা এক কথায় বলা যেতে পারে নজীরবিহীন। এলাকার বাসিন্দাদের বহুদিনের দাবি পুরণ করতে পেড়ে খুশি আমরা।

খুচরো সমস্যায় ভিখারিদের অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ খুচরো পয়সার দৌরাত্ম্যে যখন সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে ব্যবসাদার সকলেই অতিষ্ঠ তখন খুচরো জ্বরে আক্রান্ত প্রতিবন্ধী ভিখারিরা শুক্রবার সকালে হুগলি মোড়ে জিটি রোড অবরোধ করলেন। এদিন সকাল ১১টা থেকে প্রায় ২০০ প্রতিবন্ধী ভিখারির পথ অবরোধের জেরে জিটি রোড অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। প্রায় ঘন্টা দুয়েক যান চলাচল ব্যাহত হয়। পরে চুঁচুড়া থানার পুলিশের মধ্যস্থতায় অবরোধ উঠে যায়। শুক্রবার হেলেন কেলার হ্যান্ডিক্যাপড এ্যাসোসিয়েশনের ব্যানারে প্রতিবন্ধী ভিখারিরা রাস্তার উপর খুচরো পয়সা ছড়িয়ে দিয়ে পথঅবরোধে সামিল হন। এইসব প্রতিবন্ধীদের দাবি, খুচরোর দৌরাত্ম্যে তাঁদের পেটে টান পড়েছে। শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারণে তাঁরা অন্য কাজ করতে না পারার জন্য ভিক্ষাকেই পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। তাঁরা জানান, তাঁদের খুচরো পয়সা ছাড়া কেউ নোট ভিক্ষা দেন না। আগে সারাদিনের রোজগার খুচরো পয়সা দোকানে দিয়ে বদলে নোট দিতেন। কিন্তু এখন দোকানদারের ঘরেও পাহাড় প্রমাণ খুচরো। তাই তাঁরা খুচরো নিতে চাইছেন না। মুদিখানা দোকান খুচরোর বিনিময়ে মাল দিতে চাইছেন না।

ফলে বেশিরভাগ দিনই তাঁদের অভুক্ত অবস্থায় থাকতে হচ্ছে। তাই বাধ্য হয়ে পেটের তাগিদে এইদিন তাঁরা এই পথ অবরোধে নেমেছেন।

চাঁপদানি পুরসভার প্রচারে দুই প্রার্থী

নিজস্ব সংবাদদাতা, চাঁপদানি ঃ হুগলির চাঁপদানি পৌরসভার উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রেখা পাসওয়ান প্রথম পর্বের প্রচার সেরে নিলেন। এদিন তাঁর সঙ্গে প্রচারে ছিলেন পৌরপ্রধান সুরেশ মিশ্র, উপপৌরপ্রধান তারক সিংসহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও চাঁপদানি তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। এদিন প্রার্থী এলাকার বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে হাত জোড় করে তাঁকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান। অন্যদিকে এদিন বিজেপি প্রার্থী অঞ্জনা চৌধুরীও বাড়ি বাড়ি প্রচারে যান। তাঁর সঙ্গেও এদিন বিজেপি নেতা কর্মীরা পা মেলান।

শ্রীরামপুরে বন্ধ হল ইন্ডিয়া জুটমিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, শ্রীরামপুর ঃ সাসপেনসান অফ ওয়ার্ক-এর নোটিশ ঝুলল হুগলির শ্রীরামপুরের ইন্ডিয়া জুটমিলে। এরফলে পুজোর আগে কাজ হারালেন প্রায় সাড়ে চার হাজার শ্রমিক। শ্রমিকরা কম উৎপাদন করছে এই কারণ দেখিয়ে কয়েকজন শ্রমিককে বসিয়ে দেয় মিল কর্তৃপক্ষ।

প্রতিবাদে কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভে সামিল হয় শ্রমিকেরাই। এই নিয়ে বৃহস্পতিবার থেকেই মিলের হেসিয়ান, উইভিং ও স্যাকিং বিভাগে অচলাবস্থা তৈরি হয়। শুক্রবার সকালে ইন্ডিয়া জুট কর্তৃপক্ষ সাসপেনসানের নোটিশ ঝুলিয়ে দেয়।

নিরোগ ডায়গনষ্টিক
আরামবাগ, কোর্ট রোড, হুগলী
Ph. 03211-256950, Mob. 9732843677
স্পাইরাল 3D মাল্টিস্লাইস
সিটিস্ক্যান

MOL Darin — Your new horizon of investment
LFS
The taste of money
MONEYLICIOUS SECURITIES PVT. LTD.
LFS BROKING PRIVATE LIMITED
MOLDARIN INVESTMENTS CONSULTANTS PVT.LTD.
বিঃ দ্রঃ- বেকার ছেলে মেয়েরা ও হতাশ এজেন্টরা !
শেয়ার বাজারে আইন সম্মত ভাবে NISM Course করে আয় করার সুযোগ নিন।
Franchisee দেওয়া হয়।
Regional Office:- U.B.I. Building (1st Floor)
Link Road, Arambagh, Hooghly,
WEST BENGAL, Pin-712601
Ph.No. - 03211-256507
Mobile:- 9564355907 / 9563200600
Tollfree No.-18001211452
We are No-1 research team in India and Z.Business and CNBC AWAZ 2015-2016 award winner

দীর্ঘ ৫০ বৎসর প্রতিক্ষার পর আরামবাগের বিধায়ক
সম্মানীয় কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা মহাশয়ের অনুপ্রেরণায় ও সভাপতিত্বে এবং
আরামবাগ ব্রতচারী মণ্ডলীর ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আরামবাগ মহকুমায়,
৫১তম নিখিল ভারত ব্রতচারী নায়ক মহাশিবির
২৪ ডিসেম্বর থেকে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত
স্থান ঃ মুথাডাঙ্গা রামকৃষ্ণ উচ্চবিদ্যালয়, মুথাডাঙ্গা
ঃপরিচালনায় ঃ
ব্রতচারী কেন্দ্রীয় নায়ক মন্ডলী
আয়োজক ঃ আরামবাগ ব্রতচারী মন্ডলী
অংশগ্রহণে আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ উৎসাহী ব্যক্তিবর্গ। যোগাযোগ করুন
Mob. 7548038080/9609542101/9733858794/9093014017